সীমা সেন | কবিতায় ৫২ এবং ৭১

# কবিতায় ৫২ এবং ৭১

সীমা সেন

১ম খণ্ড

[আমাদের অস্তিত্বের ইতিহাস যেন নুয়ে না পড়ে]

ধানশালিক
ঢাকা

প্রকাশক : সেলিম বালা
ধানশালিক
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭১২৫৭২০৬৫
প্রকাশকাল : একুশে বইমেলা ২০০৭
শব্দবিন্যাস : ঈশিন কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স ডিজাইন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ : তামান্না কবির (বুয়েট, স্থাপত্য বিভাগ, চতুর্থ বর্ষ)
কপিরাইট : সীমা সেন
পরিবেশক : একুশে বাংলা প্রকাশন
পুরানা পল্টন, ঢাকা
মুদ্রণ : সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩/৫ নয়াবাজার ঢাকা-১১০০
দাম : ৬০ টাকা মাত্র

ISBN 984-8527-03-9

উৎসর্গ

বায়ান্ন এবং একাত্তরের প্রতিটি
মুহূর্তের স্মরণে

## বই পড়ার আগে

১৯৭১ সালের একটি রাত—সেই রাত ২৫শে মার্চ, বৃহস্পতিবার জন্ম দিয়েছে এক মানচিত্র। সেই রাত আমি দেখিনি, কিন্তু আমি দেখেছি হাজারো নারীর সম্ভ্রমহানির গ্লানি, মুক্তিযোদ্ধাদের অসহায় জীবন যাপন, বিবেকদংশন, আলো-অন্ধকারে ইতিহাসের লুকোচুরি। তাই, এই মহান ইতিহাসকে আরও ত্বরান্বিত, সংঘবদ্ধ এবং ঘনীভূত করার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সীমা সেন

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :**

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (ডঃ মোহাম্মদ হাননান)
২. স্বাধীনতার সংগ্রাম (আবু ওসমান চৌধুরী)
৩. বাংলাদেশ (সৈয়দ আলী আহসান)
৪. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি (ডঃ ইসরাইল খান)

## সূচিপত্র

বাংলার ইতিহাস ৯ ২৯ নবীনের জাগরণ
একুশের একাত্মতা ১০ ৩০ ব্যঞ্জনার অন্ধকার
স্বাধীনতা নাম যার ১১ ৩১ হৃদয়ময়ী বাংলা
বাংলা মা ১২ ৩২ মৃত্যু আমায় গ্রাস কর
একাত্তর ১৩ ৩৩ স্মৃতির মিনার
ত্রিশ লক্ষ শহীদ বলছি ১৪ ৩৪ বিসর্জন
হাজার যুগের শ্রেষ্ঠ মানব ১৫ ৩৫ ভস্ম
মুক্তিযুদ্ধ লেখিনি ১৬ ৩৬ শব
'বাংলা' নামের শব্দ ১৭ ৩৭ একটি রাতের গল্প
প্রজন্মের কণ্ঠে মুক্তির গান ১৮ ৩৮ প্রত্যাবর্তন
মুক্তিযোদ্ধার জীবনধূলি ১৯ ৩৯ মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি
পতাকা ২০ ৪০ সীমান্তের পথে
শিমুলতলা ২১ ৪১ স্বাধিকার
মানচিত্র চেন না? ২২ ৪২ ম্যাগনা কার্টা
শেখ মুজিব মরেননি ২৩ ৪৩ বঙ্গবন্ধু
ইতিহাসের সাথে কথা বলি ২৪ ৪৪ বিবেক কী বলে?
শিল্পীর সংগ্রাম ২৫ ৪৫ ইতিহাস ও রেসকোর্স ময়দান
যুদ্ধ চলছে যুদ্ধ ২৬ ৪৬ বুদ্ধিবৃত্তির দমন
মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান ২৭ ৪৭ গোবরা ক্যাম্প
শপথ নাও ২৮ ৪৮ ইতিহাস

## বাংলার ইতিহাস

তুর্কি মোঘল পাঁচশ বছর,
ইংরেজ দু'শো, এরপর পাকিস্তান,
শত শত মানুষের রক্ত স্নান-ষড়যন্ত্রের সূচনা।
করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ
তিনবার রাজধানী বদল,
কোটি টাকার পাহাড় গড়ে পশ্চিম পাকিস্তান।

তারপর পসরা বৈষম্যের
করাচীর ছাত্র চারটাকা, ঢাকার ছাত্র বঞ্চিত এক পাই।
সর্বত্র বিদ্রোহের জ্বাল
হাজং, নানকার আন্দোলন, নাচোলের বিদ্রোহ
শত শত কৃষক নিধন।
চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ছিয়াত্তরের, লোকান্তর চল্লিশ লক্ষ।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
হরতাল, মানি না, মানবো না–এ অবজ্ঞা
ভাষা শহীদের রক্তে ভেজা–ক, খ, ঙ, ঞ
এরপর আইয়ুবের বন্দুকী শোষণ '৬২
জাতির দুর্যোগ—নৌকার হাল ধরেন
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি—শেখ মুজিব।
৬-দফা, পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য হিস্যা দাও।
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা—চুপ যা বাঙালি
কিন্তু না বাঙালি শক্ত চেতে—রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।
উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান।
ক্ষমতা বদল ইয়াহিয়ার উৎপত্তি।
ছয় দফা নয়, এবার একদফা—শুধু স্বাধীনতা চাই।

এরপর জন্ম দিল কালোরাত্রি, নয় মাসের গেরিলাযুদ্ধ
লক্ষ কোটি বিসর্জন,
কাঁদো বাঙালি কাঁদো
শত শত বুদ্ধিজীবী নিধন।

ওদের রক্ত গোধূলিতে মুক্তির স্বাদ পেল ইতিহাস।
আমরা পেলাম স্বাধীন বাংলা।
আর এ জয় এনেছে রক্ত গোলাপের স্বপ্ন
ও স্বাধীন ইতিহাস।

## একুশের একাত্মতা

পঞ্চাশ বছর পর আজ আমি
আবারও একুশের সাথে মিশেছি,
আমি জানি—একুশের আছে রক্ত, স্রোত, যোদ্ধা, ভাষা।

আমি নিঃস্ব, তবুও একাত্ম; অজানা, অচেনা এক পথিক,
যে শুধু সম্মুখেই চলে।
লোকচক্ষু দেখতে অক্ষম।
তবুও আমার বিরামহীন এই পথচলা,
একুশকে সঙ্গে নিয়ে।

আমি যুগে যুগে একুশকে
রক্ত গোলাপ দিয়ে যাব,
৫২' সেদিনের মত মিষ্টি হেসে
সে হয়তো বলবে—
সময়, তোমার চোখে জল কেন?
আমি বলবো,
এ আনন্দের ভাণ্ডার আমি রাখবো কোথায়?
আমি তো স্রোত, যা শুধু ভাসাতেই জানে, রাখতে জানে না।
তুমি না ভাসালে আমি বাংলায় ফিরবো কী করে?
নিরুত্তরে কাল সরে দাঁড়ায়,
থাকে শুধু প্রশ্ন, আমি কে? কোথায় যাব?
একুশ আমার সঙ্গে যাবে তো?



## স্বাধীনতা নাম যার

স্বাধীনতার জোয়ার এসেছে,
শুভ্র বলাকা স্বাগত জানায় স্থবির হয়ে।
কুমারী বধূর কলসীর ঘাট, পথচলা
তনুধ্যে স্বাধীনতার আভ্যন্তরীণ প্রবেশ।
কৃষ্ণচূড়ার ফাঁকে ফাঁকে বহমান বাতাস,
রাখালী বাঁশির সুর,
বাঁশের ডগায় পাপিয়ার ডাক,
পথিকের নিঃসঙ্কোচ পথচলা,
জরিনার পেছন ফেরে তাকানো
এরই নাম স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা বাঙলার লাখো মানুষের
রক্ত পান করে প্রতিভাত হল
আজ বাংলার ঘরে ঘরে, সাঁঝের প্রদীপের মত।
বিধবাকে সে দিয়েছে স্বর্ণালংকারের স্বপ্ন,
বেনারসী, শাঁখা, শঙ্খ।
প্রবীনকে দিয়েছে যৌবনশক্তি
দামালকে করেছে উতলা
এরই নাম স্বাধীনতা।

## বাংলা মা

বাংলা নামের শব্দটি আজ
নানা রঙ-এ, ঢং-এ, বর্ণে সজ্জিত।
এ এক স্বার্থক মা।
সে আজ ছড়িয়ে পড়েছে,
প্রবেশ করেছে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে,
মুক্ত আকাশে দিশাহীন পথে ঘুরছে
আর উলুধ্বনি দিচ্ছে,
চারিদিকে বাংলা নামের জয়জয়কার।
তার বক্ষের প্রতিটি সন্তান
ঘোষণা করছে তারই প্রগাঢ়তা ও মহিমা।
আর প্রতিজ্ঞা করছে
হে মা, আমৃত্যুকাল
তোমার স্তন্যপানে ব্রত থাকবো।



## একাত্তর

আমি মনি,
আমার চোখে জল নেই
হৃদয়ে নেই আশা আকাঙ্খার স্পর্শ।
সব ছিনিয়ে নিয়েছে ঐ একাত্তর।
ওরা আমার মা-বাবাকে ছাড়েনি,
বাবার হাতে শিকল পরিয়ে
মাকে কুকুরের মত কামড়ে কামড়ে ছিড়েছে,
হায়েনার থাবা মিলেছে মা'র কলংকে
কি লজ্জাকর ব্যাপার, মা সহ্য করতে পারে নি।
শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলেন,
কী হবে এই ঘৃণীত জীবন দিয়ে!

ওরা আমার বাবাকে নিরস্ত্র করেনি,
টিপে টিপে হত্যা করেছে,
প্রথমে বাবার চোখ নিয়েছে, তারপর হাত।
বাবার পা'টাকে ওরা ভেঙেছে,
তারপর রক্তের তৃষ্ণা মিটিয়েছে।
এক ছোট্ট শিশু, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম
আমায় ওরা দেখতে পায়নি।
বলতে পার কে হবে আমার বাবা, মা?
কে বলবে, কাছে আয় মা? কে ঘুম পাড়াবে?
বলতে পারো, আমার ঠিকানা কোথায়?
বল হে একাত্তর।

## ত্রিশ লক্ষ শহীদ বলছি

আমরা ত্রিশলক্ষ শহীদ বলছি,
আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন?
দয়া করে ফোনটা ধরুন,
আমরা বাংলায় থাকতে চাই, উদ্ভাসিত হতে চাই
শেষবারের মত,
আমরা থাকতে চাই না ঐ বন্ধভূমিতে
যেখানে আশা আকাঙ্খার সূর্য পৌছুয় না,
স্বপ্ন ধূলিসাৎ, মনবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে না।
আমরা আরেকবার জীবন্ত হতে চাই, বাংলাকে জাগাতে চাই,
বাঙালিকে আবারও প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

আমরা আর দেখতে চাই না নিপীড়িত মানুষের কান্না,
দেখতে চাই না পুত্রহীন মা'দের অশ্রুসজল নেত্র।
আর শুনতে চাই না আতিকের আত্মহাহাকার
আমায় মের না, আমায় মেরে তোমাদের লাভ?
আর দেখতে চাই না অস্ত্রের ঝংকার, ত্রাসের সংহার।
আপনি বলুন–আপনারা কি চান শহীদেরা মরে যাক,
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, ধূলায় পড়ে থাকুক তাদের অস্থিমজ্জা
আপনারা আমাদের কি দিয়েছেন?
শান্তি, নিরাপত্তা, সুখ।
আমরা মরিনি, মরতে পারি না,
বাঙালির হৃদয়ে গেঁথে আছি, আমাদের জাগতে দিন।
আমাদের ভুলে যাবেন না,
শহীদ মিনার কিংবা স্মৃতিসৌধে অন্তত একটি করে ফুল দিন,
আর প্রতিজ্ঞা করুন—আমরা আমৃত্যু বাংলাকে গড়বো।
আপনাদের আর বিরক্ত করবো না, ফোনটা রেখে দিন।



## হাজার যুগের শ্রেষ্ঠ মানব

আমি আজ বায়ান্নর কথা বলব না,
বলব না একাত্তরের ভয়াল যুদ্ধের কথা,
মায়ের বুক খালি করার কথা বলবো না,
আমাকে আর রেখাপাত করতে হবেনা
২৫শে মার্চের কালো রাত্রির দিকে।
যা আমাদেরকে শুধু কাঁদিয়েছে
পরিশেষে দিয়েছে স্বস্তির নিঃশ্বাস।
আমি এক নতুন ইতিহাসের কথা বলবো,
সেই '৭৫-এর ১৫ই আগষ্টের কথা।
আমি আজও শুনতে পাই সেই বুলেটের শব্দ
যা কেড়ে নিল বাংলার শ্রেষ্ঠ মানবকে।
মনে আছে, সেই আর্তচিৎকার
যা আকাশে বাতাসে আলোড়ন তুলেছিল,
এখনও আমার হৃদয়ে স্পন্দন তুলে।
তাঁর তো কোন দোষ ছিল না, কিন্তু কেন তাঁকে ছিনিয়ে নিল
একদল পশু,
আমি আজও দেখতে পাই সেই মেঝেতে
লেপ্টে থাকা রক্তের বন্যা।
কিন্তু কেন তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করলেন প্রতিটি পদার্পণে,
এ সংগ্রাম সত্যাগ্রহ।
বারংবার মনে পড়ে '৭১-এর মার্চের কথা
প্রতিটি ধ্বনিতে বাংলার মানুষের জেগে উঠার আহ্বান।
হে বাঙালী, চোখের জল মুছে ফেল,
তার দীপ্ত মন্ত্রে দিক্ষিত হও, গর্জে ওঠো,
আমরা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবো হাজারও সন্তানের মাঝে,
তোমাদের কাছে আমার এই অঙ্গীকার।

## মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি

মুক্তিযুদ্ধ তোমায় আমরা দেখিনি,
তোমার স্পর্শমাখা মুঠোয়
আমরা আশার প্রদীপ হয়ে
থাকতে পারিনি।
আমরা অভাগা, বঞ্চিত হয়েছি
প্রজন্মের কাছে।
আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি, চিনিনি তোমার রূপ।
আমরা বুঝতে পারিনি
এ এক মরণজয়ী খেলা।
হ্যাঁ, আমরা হেরে গেছি,
তোমায় স্পর্শ করতে পারিনি।
হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধ
এটিই আমাদের দুর্ভাগ্য।



## 'বাংলা' নামের শব্দ

আমরা বাঙালি, আর ভাষা বাংলা,
'বাংলা' আমাদের হৃদয়ে গেঁথে থাকা
এক চিরন্তন সত্য।
সেই মোঘলদের কাল থেকে
'বাংলা' নামের শব্দটি
আমরা বহন করে চলেছি।
অবিরাম চলতেই থাকবে এই বাংলা,
মানব সভ্যতার হৃদয়াঙ্গনে।

'৪৭ এর ষড়যন্ত্রে বাংলা দুমড়ে মুচড়ে
পতিত হয়েছিল মাটিতে,
'৫২ ফিরে পেয়েছি বাংলার বাহন।
কিন্তু ঐ একাত্তর আমাদের ফিরিয়ে দিল
বাংলার ধারক—বাংলাদেশকে।
এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে
জন্ম পেল এই বাংলা।

ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমাদের কাছে
আমার এই মিনতি
বাংলাকে কখনও ছেড়ো না,
ছড়িয়ে দাও সর্বত্র, বিলিয়ে দাও
ধারণ কর হৃদয়ের অন্তস্থলে।

## প্রজন্মের কণ্ঠে মুক্তির গান

আমরাই এই বর্তমান প্রজন্ম,
যারা বঞ্চিত মুক্তিযুদ্ধের
বিবর্ণ দৃশ্যপটে ভেসে ওঠা
মানুষের হাহাকার থেকে।

যে বাস্তবতা কালো কাপড়ের নীচে হারিয়ে যায়।
আমরা দেখিনি একাত্তরের মা'দের
যাদের হৃদয়ে ত্রাসের জ্বালা
বারংবার জ্বলে উঠে,
বিধাতা দেবদূত পাঠায়,
অস্ত্র হাতে স্বাধীন করে এই দেশ।

আগুন নিভে যায় এই স্বাধীন বাংলায়
কিছু না তার মুখাকৃতিতে আগুনের আভাস
জলবিন্দু হয়ে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে,
সব বিলীন হয়ে গেছে,
আমার খোকা শহীদ হয়েছে,
আমি সর্বহারা এক পথিক,
পাইনি আমি কিছুই।
ওহে প্রজন্ম চল আমরা বক্ষে ধারণ করি মুক্তির গান,
আর চেতনার বীজ ছড়িয়ে দিই সব মানুষের অন্তরে
বারংবার গেয়ে উঠি
একাত্তরের সেই মুক্তির গান।



## মুক্তিযোদ্ধার জীবনধূলি

এইতো সেই মানব
যার হৃদয়ে বেজে উঠেছে বাংলার গান।
যার অস্তিত্ব মিশে আছে
বাংলার মাটিতে, মানসচক্ষে ভেসে উঠেছে
সর্বহারার চিত্র,
বারংবার হৃদয়ে বেজে উঠেছে
মুক্তির শপথ।
তাইতো তারা অস্ত্র ধরেছে,
বিবস্ত্রকে দিয়েছে বস্ত্র
আর্তকে সেবা আর নিঃস্বকে প্রাচুর্য
মুক্তির সুর তুলেছে আকাশে বাতাসে।

এইতো সেই মানব যার পদধূলিতে ও
প্রতিটি পদার্পণে সংগ্রাম,
সে কখনো ক্ষান্ত হয় না, হতে পারে না, হবেও না।
তাঁর প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস বাংলার
আকাশে বাতাসে মিশে আছে
তাঁর পদচিহ্নে অংকিত হয়েছে
বাংলার মানুষের মুক্তি।
সেই তো আমাদের উৎস।
আমরা ধন্য
পরিপূর্ণ ও শুদ্ধ তাদের জীবন ধূলিতে।

## পতাকা

পতাকা, কেমন আছ তুমি?
তোমার অন্তরের সবুজ যেন
ধারণ করেছে সমস্ত শ্যামল,
লাল রক্তবর্ণ যেন তোমার
বৃন্তের সমীরণে সেজেছে
বিসর্জনের প্রতিচ্ছবি হয়ে,
মৃদুমন্দে দুলছে তোমার
হাড্ডিশূন্য কাঠামো।
পতাকা, কেন তুমি ২রা মার্চ
প্রতীয়মান হয়েছিলে সবুজের দেশে?
কেন তুমি গড়ে তুললে এ মুক্তি?
এ মুক্তি তো সত্যাগ্রহ নয়!
তুমি দেখতে পাও না পথ শিশুর কান্না,
সন্ত্রাসের পসরা, নির্যাতিত নারীর অসহায়ত্ব?
কেন তুমি অবহেলিত?
শুনেছি তুমি শ্যামল, প্রগাঢ়, শান্ত
তবে কেন তুমি আমাদের সংশোধন কর না?
বেরিয়ে আসতে পার না অবহেলা থেকে
জানি তুমি স্বচ্ছ, অনড়, প্রদীপ্ত
একদিন বেরিয়ে পড়বে সর্বত্র
সংশোধন করবে, সংযোজন করবে,
বাংলাকে জাগিয়ে তুলবে
পৃথিবীর দৃশ্যপটে
বারংবার।



## শিমুলতলা

শিমুলতলা, পরিচিত নাম অবশ্য আমার কাছে,
ওর সাথে আমার শৈশব কেটেছে সুতার বাঁধনে।
এ বাঁধন কখনোও ছিঁড়ে যাওয়ার নয়।
আমার সাথে হেসে খেলে বেড়াতো যে,
তার শাখায় কোকিল একগাল গেয়ে যেত,
ময়না গানের ছন্দে নেচে বেড়াতো।
কতদিন দেখিনি তোমায়, কেমন আছ তুমি?
মনে আছে যুদ্ধের নয়টি মাস আমরা ক'জন
তোমার কাছে আশ্রিত ছিলাম,
তোমার স্নেহের পরশে ছিল
উদ্দীপনার শপথ।
তুমি আমায় নতুন জীবন দিয়েছ
যে বুলেটটি আমাকে কাঁঝড়া করে দিতে পারতো
তুমি তা'ধারণ করেছো নিজ বক্ষে।
বিবর্ণ দৃশ্যপটে আমি এখনও তা' দেখতে পাই।
কী নিস্তব্ধ নিরবে কেটে গেছে
এ ত্রিশটি বছর,
অকৃতজ্ঞ আমি, তোমার মনে বারবার ঝড় তুলেছি
আজ আমি বৃদ্ধ, মৃত্যুর পল গুনছি
তুমি চির যৌবনপ্রাপ্ত,
জীবনটা শুধু বিলিয়ে দিতে জান।
মিনতি শুধু আমায় ভুলে যেও
আর নিজেকে বিলিয়ে দিও আজীবন।
ক্ষমা কর আমায়।

## মানচিত্র চেন না?

তোমরা মানচিত্র চিন না?
ভুলে গেছ, মুষ্টিমেয় কয়টি বছর কেটে গেছে,
যুদ্ধ কত কঠোর, কত বেদনার,
কান্নার সমুদ্র, হাসির সূর্যোদয়—
হাজারো শহীদের রক্তে ভেজা এই মানচিত্র,
কত খেলেছি, কত মেলেছি
তবুওতো তোমাদের জাগাতে পারিনি,
বারবার ভুলে যাও দেশটাকে,
নিজেকে ও এদেশের মানুষকে।
চল, মানচিত্রের শপথ নিয়ে বলি
আমরা দেশ গড়বো নিজ হাতে
আপন মহিমায়।



## শেখ মুজিব মরেননি

বঙ্গবন্ধু মরেনি,
যদি জনতার স্রোতকে প্রশ্ন করি
সে বলবে—তিনি তো মিশে আছেন বাঙালির স্রোত ধারায়,
যদি ফুলকে প্রশ্ন করি,
ফুল বলবে—সেতো আমারই মত নিজেকে বিলিয়ে দিতে জানে,
যদি নিজেকে প্রশ্ন করি,
মন বলবে—সুন্দরের চেয়েও যে সুন্দর,
আলোকের চেয়েও যে বেশি আলো দেয়,
সে এক বিধাতার অনবদ্য সৃষ্টি, শেখ মুজিব।

## ইতিহাসের সাথে কথা বলি

ইতিহাস, তুমি এক অনবদ্য সৃষ্টি।
নিরঞ্জন, অবিসংবাদী, নিশ্চুপ,
ফিসফিস্ করে কথা বলো শুধু নিজেরই সাথে।

তুমি বাঁধা পড়ে আছ
পলাশীর প্রান্তরে, বাংলা ভাষায়,
তুমি অন্ধকার আর মৃত্যুর নিশানা দেখিয়েছ
২৫শে মার্চের কালো রাত্রিতে,
তুমি গেরিলা যুদ্ধে মত্ত থেকেছো
গত নয়টি মাস। জরিনাদের বস্ত্র হরণ করেছ,
মায়ের বুক খালি করেছো,
তবুও তুমি ক্ষান্ত হওনি
১৪ই ডিসেম্বর মৃত্যু ঘটিয়েছে মেধা আর মননের
দেশ গড়ার হাতিয়ার তুমি ভেঙেছো নিজ হাতে।
তবুও তোমায় স্বাগত,
তুমি মানচিত্র এনেছো।
তোমার অপার শক্তি তবুও তুমি শক্তিহীন, অপরিবর্তনীয়।
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কালিতে আবদ্ধ।
তুমি বারবার জেগে উঠ,
পরিবর্তন কর তোমার দিক।
তবুও তোমায় স্বাগত
কারণ তুমি নতুন ইতিহাস গড়ে চলেছো।



## শিল্পীর সংগ্রাম

নিদ্রাহীন পিপাসায় মগ্ন আমি,
গত দশ দিন হল ওরা আমায় কিছুই খেতে দেয়নি,
ওরা দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রেখেছে।
১৪৪ ধারার চেয়েও উচ্চতর ধারা জারি হয়েছে আমার উপর।
ওরা আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে রেখেছে,
একটু পানি পর্যন্ত রাখেনি পিপাসা মেটাবার জন্যে।
আমি মুক্তির গান গাই,
সাহস আর উদ্যমে ভরিয়ে তুলি মুক্তিযোদ্ধার বুক,
মায়ের দুঃখ ভুলাবার চেষ্টা করি,
আর চেষ্টা করি মানচিত্র গড়ার।
কিন্তু না, ওরা আমায় বন্ধ করে রেখেছে,
কেরোসিন অথবা পেট্রোল প্রস্তুত
যেকোন সময় ঝলসে উঠবে আমার দেহ।
না, না—আমি আমার সংকল্পে অনড়
কারণ আমি বাঙালি, হাসিমুখে জীবন দিতে জানি।
তাই এই বন্ধঘরে,
আমার সত্যাগ্রহ সংগ্রাম পরিণত হল অণে।

## যুদ্ধ চলছে যুদ্ধ

চারিদিকে যুদ্ধ চলছে যুদ্ধ,
জীবন সংগ্রামের যুদ্ধ,
বিকশিত হওয়ার যুদ্ধ,
নদীর কূলে কূলে যুদ্ধ, ভাঙা-গড়ার যুদ্ধ,
শক্তিকে শক্তিতে রূপান্তরের যুদ্ধ,
মরনাস্ত্রের যুদ্ধ, পাতায় পাতায় যুদ্ধ,
অক্ষরে অক্ষরে যুদ্ধ, কলমে কলমে যুদ্ধ,
দেশে দেশে যুদ্ধ, মনে-মনে যুদ্ধ,
উত্থান পতনের যুদ্ধ,
জীবনের সাথে জীবনের যুদ্ধ,
মৃত্যুর সাথে জন্মের যুদ্ধ,
যুদ্ধ চলছে যুদ্ধ, এবার যুদ্ধ শুধুই
নিঃশেষ হবার যুদ্ধ।



## মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান
(২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮)

সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে,
পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন
মুক্তিযোদ্ধা হাবিবুর রহমান।
চোখের জল যখন গড়িয়ে মাটিতে পড়ল
কিঞ্চিৎ আকাশ পানে তাকিয়ে ছিলাম,
কিন্তু জড়তা আমায় গ্রাস করল।
বলাকাগুলোও স্থবির হয়ে গেল,
শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

প্রকৃতি কিছু সময়ের জন্য থেমে গেল
বাতাস বন্ধ হয়ে গেল,
আকাশে কালো মেঘ জমতে শুরু করল।
এই শোকযাত্রায় সকলেই আজ সমবেত হয়েছে।
আমরা ভুলিনি সেই মহামানবকে,
যিনি শত্রুজাহাজ উড়িয়ে দিয়েছেন,
দুর্বার গতিতে শান্তির পসরা সাজিয়েছেন,
আর এই প্রজন্মকে দিয়েছেন ন্যায়ের মানদন্ড।
হে একবিংশ শতাব্দী
আমাদের জাগিয়ে তোল,
মানদন্ডের বিকিরণ ঘটাতে দাও,
আর তাদের মাঝেই বেঁচে থাকি আমরা।

## শপথ নাও

স্বাধীনতা, আলোকিত এক বিস্ময়,
কবির ভাষায় কবিত্ব অর্জন করেছে,
লেখকের ভাষায় লেখনী ধারণ করেছে,
সভা সেমিনারে বক্তৃতার ইন্ধন জুগিয়েছে
মিছিলে আলোড়ন তুলেছে।
প্রশ্ন জাগে মনে, স্বাধীনতা কি?
এ এক অনবদ্য নাম যার অন্তরালে রয়েছে
নিষ্পেষিত মানুষের কান্না, লাখ মায়েদের কান্না,
হাড্ডি মাংসল পিণ্ড,
লাখ শহীদের রক্তস্নাত বাংলাদেশ।
শিল্পীর আকণ্ঠ উচ্চারণ, নির্যাতনের গ্লানি,
মুক্তিসেনার গর্জন,
বৃদ্ধ পিতার পুত্র হারানোর বেদনা,
বুদ্ধিবৃত্তির হত্যা, এ এক একাত্ম সংগ্রাম।
এক হয়ে লড়বো—দৃপ্ত চেতনা।
কী দেয়নি স্বাধীনতা!
প্রাণের স্বাদ, নিঃশ্বাসের শক্তি,
মুক্ত বলাকার শান্তির বারতা,
মায়ের হাসি, একখণ্ড ভূমি সবই দিয়েছো তুমি।
শপথ নাও হে স্বাধীনতা,
আজীবন থাকবে এ বাংলায়
আর মানসচক্ষে ধারণ করবে
এই বিপন্ন বিস্ময় বাংলাদেশ।



## নবীনের জাগরণ

জট উন্মোচনের পালা এসেছে আজ।
সবাই জাগো,
ধনী, দরিদ্র, রাজাপ্রজা, বৃদ্ধ, যুবক,
সকলেই জেগে উঠ।
দেখ বহিঃবিশ্ব আজ তোমাদেরই প্রতীক্ষায়।
সোনালী সূর্যকে আহ্বান করতে হবে,
ধেয়ে চল।
জড়তা কেন?
পথে কাঁটার ভয়?
ওযে তুচ্ছ!
হেরে যাবে?
ভয় নেই, হারবে আবার লড়বে,
তবুও জাগো।
হয়তো এ লড়াই–এ রক্তপাত হবে, লাশের বন্যা বইবে—
নিঃস্ব হবে, নির্বাক হবে অদৃষ্ট।
পরিশেষে আমরা গড়বো স্বাধীন বাংলা
অন্ধকার আর জঞ্জাল সরিয়ে বইবে
সম্ভবনার নির্মল বাতাস।
তবুও জাগো।
তোমরা জান না, প্রবীণের দৃষ্টি আজ
আমাদের দিকে আবদ্ধ।
ক্ষুধিতেরা আজও ভিড় করে রাস্তায়, নারী দেয় লজ্জা বিসর্জন,
শূন্য হাঁড়ি উনুনে, শুধু সান্ত্বনার বহিঃপ্রকাশ।
হে নবীন, জেগে উঠ, বাংলাকে গড়ো আপন মহিমায়।

## ব্যঞ্জনার অন্ধকার

আমার রক্তের বোধগুলো কথা বলছে,
শুনছি আমি কিন্তু বলতে পারছি না।
ফিস্‌ফিস্ শব্দ হচ্ছে,
তবুও আমি নির্বাক।
মুখের বাক্যগুলো রক্তের বোধ গ্রাস করছে,
তবুও আমি আজ অসহায়, নিরস্ত্র।
অসহায়ত্বের সুযোগে ওরা সেমিনার করছে,
বক্তব্য দিচ্ছে, এক একটি সংগঠন তৈরি করছে।
জীবনের পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট মেলাচ্ছি
শব্দ হচ্ছে না।
আমার বাক্যগুলো ডাস্টবিনে আটকে আছে,
ছিদ্র নেই, বেরিয়ে আসবে কী করে?
তালাবদ্ধ আছে, তালা ভাঙবো কী করে?
আমার হাতে শৃঙ্খল, বোধহীন এক হাড্ডিশূন্য দেহ।
সমাজের পরিবর্তনে আমি অসার,
বড়ই অসহায়, ব্যঞ্জনার এই অন্ধকারের গলিতে।



## হৃদয়জয়ী বাংলা

ধরিত্রীর বুকে যখন প্রথম আগমন ঘটে,
তখন আমি মুক্তসুধা আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল
চোখ মেলে চেয়ে দেখি, এ আমার হৃদয়জয়ী বাংলা মা।
স্নেহের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,
তার রূপ বর্ণনাতীত,
সে সর্বত্র বিরাজমান হয়ে স্নেহের বৃষ্টি বর্ষণ করছে।
এ শুধু আমার দেশ নয়
আমার প্রাণের অস্তিত্বের সাথে
গাঁথা এক সুরের স্পর্শক।
বারংবার আমায় বিমোহিত করে তোলে,
বাংলার মাটির গন্ধ, রূপ,
প্রকৃতির লাবণ্য, সোনালী সূর্যোদয়,
আমায় হাতছানি দিয়ে কাছে টানে।
আমার শিরা-উপশিরায় আন্দোলিত হয়,
তার বাণী আমাকে মূর্ছিত করে
এ বন্ধন কখনোও ছিন্ন করার নয়।
এ আমার হৃদয়জয়ী বাংলা মা
দৃঢ়, গভীর ও আলোকোজ্জ্বল।
যা শুধু কাছে টানতে জানে।

## মৃত্যু আমায় গ্রাস কর

আমার কলম আজ বাস্তবতার সাথে কথা বলছে,
পাথরে যেমন কান্না ঝরে না, আমিও আজ তেমনি অশ্রুহীন।
সহ্যের সীমানা পেরিয়ে এখন আমি অনেকটা এগিয়ে,
কোন কষ্ট আজ আর কোন কষ্ট মনে হয় না।
আমি বাস্তবতাকে মেনে নিতে জানি।
আমার কণ্ঠ আজ রুদ্ধ,
যার হৃদয়ে থাকতো সুরের উন্মাদনা,
সে বাকশক্তিহীন, অসহায় এক মানুষ।
কেন এমন হল?
সমাজের প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছিলাম আমি।
প্রতিদিনের মত রেডিওতে গান করে বাড়ি ফিরেছিলাম,
এসে দেখি, খবরের কাগজ মেঝেতে ছড়ানো,
সাথে বাবার কাঁচ ভাঙা চশমা।
সোফায় কাৎ হয়ে আছেন,
এগিয়ে যেতেই পাঞ্জাবির রঙিন পোস্টার
বাবার মৃত্যুর বারতা ঘোষণা করল।
মা' বলে ডাকতে থাকলাম
কিন্তু মা কোথায়! ছোট বোন মনি?
মেঝেতে রক্তের বন্যায় চিরনিদ্রায় ওরা দু'জন।
সে যে কী কষ্টের!
মনে হচ্ছিল জীবনটা তখনই শেষ করে দিই,
কিন্তু না আমাকে খানিকটা পথ চলতে হল।
যখনই আয়নায় মুখ দেখতাম
মনে হতো এই নিঃসঙ্গ জীবনের সমাপ্তি টানি,
মৃত্যুর মুখে পাড়ি জমালাম,
মৃত্যু কখনো আমায় গ্রহণ করেনি।
ভাষান্তর হলাম, বাকশক্তি হারিয়ে আমি আজ নির্জীব এক বস্তু।
২৭' বছর পাড়ি দিয়ে আবারও পদার্পণ '৯৮-এর ১৬ ডিসেম্বর।
এখন শুধু মৃত্যুকে আহ্বান করি, আর নিঃশব্দে বলতে থাকি—
মৃত্যু আমায় গ্রাস কর।



## স্মৃতির মিনার

যায় যদি যাক প্রাণ,
মানি নাকো কোন আইন,
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।
১৯৪৮' ধীরেন্দ্রনাথের বিনীত দাবি
–বাংলাকেও সংসদে স্বীকৃতি দিতে হবে।
আঁৎকে উঠেন লিয়াকত আলী খান,
বাংলা হবে না, হতে পারে না।
২৭ জানুয়ারি ১৯৫২, খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রহসন,
উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।
ছাত্র জনতা সবাই একজোট,
গঠিত হল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ।
ছাত্র জনতার ডাক–হরতাল ২১শে ফেব্রুয়ারী।
ভীমরুলের ঢাকে খোঁচা,
অসহায় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন,
দেখে নেব ছাত্রদের,
জারি হল ১৪৪ ধারা।
হরতাল চলবে না, ছাত্রদের দাবি মানবো না।
ঝাঁকে ঝাঁকে মিছিল, সংগ্রামে রাজপথ, উত্তাল জনতা,
নুরুল আমীনের টাস্-টাস্ গুলির শব্দ কাল বিলম্ব করেনি।
আমার মায়ের দামাল ছেলেরা—রফিক, সালাম, বরকত
ওদের রক্তে ভেজা দেহ ঐ রাজপথে।
অর্ধশতাব্দী পর আমি আজও ওদের তাজা রক্তের গন্ধ পাই,
আজও লাশ ছাড়া গায়েবানা জানাজা হয়।
আমার দেহ তাই বারবার রাজপথে লুটিয়ে পড়ে
শোকের বার্তা দাবানলের মত ছড়িয়ে যায় সমগ্র শহরে,
কারণ আমরা আজও স্মৃতির মিনার গড়ে চলেছি।

## বিসর্জন

আমি সৌরভ, না সুবাস ছড়াতে জানি না,
সজল, নির্মল, নিপুণ ওদের মত
অন্যদশ জনও হয়তো আমাকে
স্বাভাবিক জানে।

অপু হয়তো আমার হাতে হাত রেখে
জ্যোৎস্নাভেজা রাস্তায় সুনির্মল আনন্দ খোঁজে।
সজল আমার ছবি আঁকে।
নিপুণ প্রেমের দু'লাইন কবিতা শোনায়।

আমি উৎফুল্ল হই, পরে অবশ্য থেমেও যাই,
কারণ অস্বাভাবিকত্ব আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে।
বারবার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে
শরণার্থী ক্যাম্প, হাজারো নারীর লজ্জা বিসর্জন,
মায়ের নিঃশব্দ কান্নার হাহাকার,
প্রতিটি শিশুর দৃঢ় চিৎকার আমায় স্তব্ধ করে তোলে।
শিরা-উপশিরায় রক্তগুলো দ্রুত বেগে ছুটে।
ফিনকি দিয়ে রক্তের স্রোত ছড়িয়ে পড়ে,
আমি তখনও ক্ষান্ত নই,
হাজারো পুরুষের ভিড়ে খুঁজে ফিরি হিংস্রপিতৃপুরুষ।
মাকে দেখিনি, আমি বারবার কল্পনা করি, ছবি আঁকি।
এই পৃথিবীতে একাকী আমি শিকড় খুঁজি,
অবশেষে পাই—আবর্জনা।
আবারও নিশ্চুপ কান্নার অংশীদার হই
আর স্বপ্ন দেখি বিসর্জনের, কারণ—
বিসর্জনই প্রতিটি স্বপ্নের জন্মদাতা।



## ভস্ম

বাতাসে তাজা রক্তের গন্ধ,
নিঃশ্বাসে ভয়ের আভাস,
দেহে রক্তের কাঁপুনি,
তবুও একান্তর
তবুও স্বপ্ন জয়।

পাশের ফ্ল্যাটের জাহিদ ভাই,
যুদ্ধের সময় গ্রামে পালিয়েছিলেন।
পরে অবশ্য ওদের কাউকে দেখিনি।
ব্যাংকার মফিজউদ্দিন
যাকে ছাতা ছাড়া কেউ কখনো দেখেনি,
বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে বর্ডার
পার হতে চেয়েছিলেন।
আমি কিন্তু যুদ্ধ শেষে শুধু ছাতাটাই দেখেছিলাম।
বীরেণ ঘোষ দর্শনের মাষ্টার ছিলেন,
তার ঘরে আমি শুধু ভস্ম পেয়েছি।

আমার দু'চালা টিনের ঘর পেট্রোলে পুড়েছে,
সাথে আমার বউ, ছেলেমেয়ে।
পেট্রোলের আগুন নিভে গেছে,
কিন্তু আমার হৃদয়ের আগুন এখনো নেভেনি,
নিষ্পেষণের জ্বালা এখনো কমেনি।
নিঃস্ব আর অথর্ব এক বৃদ্ধ
আজ বড়ই একা
শুধু ভস্ম খুঁজে ফেরে।

## শব

খেলায় মেতেছে সব,
শবের উপরে শব,
এ দেহ হবে শব।
লাইনের পর লাইন
হাত আর চোখ বাঁধা,
পাকেরা দিয়েছে ধাঁধা,
সরে যা হারামজাদা
নইলে শব হবে গাদা গাদা!
গুলির পর গুলি
কেন এত মিছে বুলি?
বলতো উর্দু শুনি,
লালে লাল ইছামতির পানি,
তোরা শব হবি নাকি!



## একটি রাতের গল্প

রক্ত দিয়ে শুরু রক্ত দিয়ে শেষ,
বাংলা দাম দিয়েছে বেশ।
ছিন্ন দাসত্বের নাগপাশ, সংগ্রাম নয় মাস,
আর ত্রিশলক্ষ প্রাণ।

গল্প বলি শোন একটি রাতের গল্প,
পঁচিশ মার্চ বৃহস্পতিবার
গ্যাসোলিন, সাঁজোয়া ট্যাংক, গোলন্দাজ,
আর তিন ব্যাটেলিয়ান, লক্ষ্য প্রথম ছাত্র, জনতা।
রাত এগারো—গুলিবর্ষণ, মৃতদেহের স্তূপ,
লালরক্তে রেললাইনের বস্তি, রাজারবাগে রক্তাক্ত করিডোর,
হলে হলে গণকবর।
রাত-দেড়, বাড়ি ঘেরাও
"শেখ নীচে নেমে আসুন," এবার মুজিব গ্রেফতার।
পাকিস্তানী সৈন্যের হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ নথিপত্র,
পদ-দলিত লাল, সবুজ, হলুদের পতাকা।

চারিদিকে আগুন, প্রচণ্ড শেলিং, কালো ধোঁয়া
পোড়াবাড়ির ভস্ম, পোড়া মাংসের গন্ধ।
ক্রমশঃ নিথর গতি,
ভোরে পেলাম নিস্তব্ধ শহর এক,
ফিরে আসা দু'একটি ট্যাংকের শব্দ,
কনভয়ের চিৎকার।
পরিত্যক্ত, ধ্বংস, মৃত এই প্রান্তরে
কাক, শকুনিরা খুঁজে পেল তাজা রক্ত,
আমি পেলাম স্বপ্ন জয়ের গল্প।

## প্রত্যাবর্তন

(বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে;)

রুদ্ধশ্বাস, অনাদর আর নয় অবহেলা,
৩৫ বছর পর তুমি মুক্ত,
এদেশ তৃপ্ত,
শুদ্ধতায় নিবারণ করেছি লজ্জার জ্বালা।

দানবের গোলামি আর নয়,
মুক্তির গান বাজে বুকে,
বাংলা ডেকেছে তাকে—স্বাধীনতা আনবোই।

বিধ্বস্ত ব্লু-বার্ড আর রশিদ মিনহাজ,
জন্মদিল মতিউরের অতৃপ্ত মৃত্যু,
নিষিদ্ধ অন্ধকারের অন্তিম শয়ান।
একদিন ভেঙে গেল কাপুরুষতার খোলস,
আলোর বার্তা ছড়িয়ে গেল সর্বত্র,
ইতিহাস পেল আরও একটি অর্জন।
বিউগলে বেজে উঠল করুণ সুর,
বাংলা পেল তোমার দেহ,
তুমি পেলে মানচিত্র এক স্বপ্ন জয়ের।



## মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি

তুমি নারী, মানচিত্রের জননী,
তুমি স্থিত নয় শুধু কামে, অস্ত্র ধরেছো বাংলার টানে,
জন্ম দিয়েছো সাড়ে সাত কোটি বাঙালি,
তুমিইতো সত্যিকারের নারী।
তুমি দৃঢ়, সাহসী
তোমার মানচিত্রের স্বপ্ন, গেরিলা যুদ্ধ,
শত্রুমুক্ত রাজীবপুর, তারাবর, সাজাই, কোদালকাঠি, গাইবান্ধা,
পাক নির্মূল অভিযান, আর হাজারো নারীর সম্ভ্রম বিসর্জন,
বারবার জন্ম দেয় এক একটি বাংলাদেশ।

তুমি ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে মুক্তির আনন্দে হাসো বিজয়ের হাসি।
তুমি অত্যাচারিত, নিরীহ, নিষ্পেষিত মানুষের প্রতিনিধি।
তুমি ভেঙেছো নারীর শৃঙ্খল,
গড়েছো স্বপ্ন, দিয়েছো মানচিত্র।
তোমার ক্ষয় নাই,
তুমি মৃত্যুহীন,
বারবার তুমি অবধারিত এই বাংলায়।

## সীমান্তের পথে

ঝাঁকে ঝাঁকে ভীত-সন্ত্রস্ত বাঙালি
আজ সীমান্তের পথে।
অসহায়ত্ব, ভয় আর অনিশ্চয়তা নিয়ে চলেছে ওরা,
স্বপ্ন শুধু বেঁচে থাকা।
এদেরই একজন আলেয়া বানু—
গেরামটারে ছারখার কইরা দিছে,
যারা অহনও বাঁইচা আছে, ওরা বর্ডার পার হইবো, ক্যাম্পে যাইবো।
সামনে মফিজের মাও,
ঘরে যা আছিল খেতা বালিশ, চাইল-ডাইল সব নিছে
পোলাটারে মুক্তি ফৌজে দিছে,
পাকেরা ওর বাপরে গুলি কইরা মারছে।
বাক্স আর ছাতা মাথায় সুফল,
বিয়া করে নাই, বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, ডরায় বেশী, ফৌজে যায় নাই।
ঐ যে বস্তা মাথায় আমাগো নরেন কাকা,
মানুষটার আর কিছু নাই, সব শেষ!
ক্বাকীরে মাইরা বিথী আর মনিরে ধইরা নিয়া গেছে।
পরে অবশ্য মনির উলঙ্গ লাশ, কাকা পশ্চিম পাড়ের
পুকুরে দেখছিল, বিথীর কথা জানি না।
আর আপনি?
যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকবো ততক্ষণ আমি আমারই,
আমার তো আর অবশিষ্ট কিছু নাই,
যা ছিল এদেশটারে দিয়া দিলাম।



## স্বাধিকার

আর নয় আইয়ুবী সামরিক শাসন,
আর নয় ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের বিভ্রম,
আর নয় বাংলার সংস্কৃতি উচ্ছেদ,
আর নয় পাকিস্তানী পুঁজিপতি, মনোপলি,
আমলাদের কালো হাত,
আর নয় রক্তশোষণের পসরা।
এবার গণতান্ত্রিক আত্মশাসন চাই,
আর চাই ইতিহাসের মুক্তি।
সোহরাওয়ার্দীর ক্ষণস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার,
মীর্জার মন্ত্রীসভা বাতিল,
ভারসাম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা,
তুমুল ছাত্র আন্দোলন,
'৬৫-র যুদ্ধের ক্ষতিপূরণে নিঃস্ব পূর্ববাংলা,
ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দিন
একে একে পরপার।
প্রণয়ন ম্যাগনাকার্টা,
এবার অগ্নিমন্ত্রে উচ্চারিত—স্বাধিকার চাই,
পূর্ববাংলা রুখে দাঁড়াও,
মুক্তি ছিনিয়ে আন।

## ম্যাগনা কার্টা

শোষণ নয়, আর নয় লুট
এবার শেখ মুজিবের মুক্তির সনদ,
ঐতিহাসিক ছয় দফা (ম্যাগনাকার্টা)
আইয়ুবীয় ইঙ্গিতে মোনেম খাঁর অট্টহাসি,
গোপনে ষড়যন্ত্র মামলা,
শেখ—কারাদণ্ড নাও!
কিন্তু না, বাঙালি চেনে বন্ধু,
বাঙালি চেনে পিতা!

চারিদিকে প্রবল গণ আন্দোলন
রূপান্তরিত হল গণ অভ্যুত্থানে।
আর নয় ছল চাতুরি,
বিনাশর্তে মুক্ত এবার
বাংলার নক্ষত্ররাজি।



## বঙ্গবন্ধু

তুমি দৃঢ়, তুমি সাহসী
তুমি মোহিনী শক্তির প্রতীক,
তুমি ঐক্য ও সংহতির প্রগাঢ় বিশ্বাস,
তুমি বিপ্লবী অগ্নি-পুরুষ।

তোমার আছে ইস্পাত কঠোর সংকল্প,

শত্রুদমনের অদম্য শক্তি,
তাইতো তুমি হাসো বিজয়ের হাসি।

তুমি ভয় কর না আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা,
তুমি ভয় কর না পাকিস্তানী চক্রের অসংযত আচরণ,
তুমি নির্যাতিত মানুষের প্রতিনিধি,
ভালোবাসাসিক্ত বীরের প্রতিচ্ছবি।
তুমি প্রাণ, বাংলা তোমার দেহ,
তুমি বোধ, বাংলা তোমার শিরা-উপশিরা ও ধমনী।
তুমিইতো বাংলার আবাল-বৃদ্ধ বনিতার ভাবাবেগের উৎস,
কেউ তোমায় বলে নেতা, কেউ বলে পিতা
কেউ বলে শেখ মুজিব,
আমি বলি তুমি বঙ্গেরই বন্ধু
তুমিইতো জীবন্ত বাঙালিসত্ত্বার প্রতীক।

## বিবেক কী বলে?

সত্যি বলতে কি একটি দেশ নাকি একজন ব্যক্তি?
আমাদের চেতনায় ফুটো ধরেছে নাকি
আমরা ভয়, মেরুদন্ডহীনতায় ভুগছি?
আর নিজেদের চিনতে ভুল করছি বেশি,
আমরা স্বার্থপরের মত শুধু নিতেই শিখেছি,
বিনিময়ে দেইনি কিছুই। বুঝতে পারছি–
আমাদের বিবেক শুকিয়ে যাচ্ছে, মেরুদণ্ডে ভাঙন ধরেছে।
কি দাও নি তুমি?
বাঙালি জাতিসত্তার স্বপ্ন, ম্যাগনাকার্টা,
৭ই মার্চের ভাষণ, আজও কানে ভাসে,
রক্তে কাঁপুনি তুলে। পরিশেষে একটি দেশ।
আমরা কি দিলাম?
'৭৫-এ স্বপরিবারে গণহত্যা, বিচারহীন কাঠামো,
বৈরিতা, নির্লজ্জ স্বার্থপরতা,
জাতিসত্তায় হিংস্র রাজনীতির বিষাক্ত ছোবল,
শেকড় নির্মূল অভিযান।
কাঁদছো কেন পিতা?
এদেশের মাটি, বাতাস, আকাশ
আজীবন তোমায় স্মরণ করবে, ওরা স্বার্থপর নয়।
চোখের জল মুছে ফেল।
বিবেক শুকিয়ে গেলেও মরে যায়নি,
আবারও জাগিয়ে তোল আমাদের, ভেঙে ফেল বিষদাঁত,
ভেঙে ফেল আমাদের কাপুরুষতার খোলস,
পূরণ কর আরও একটি স্বপ্ন।



## ইতিহাস ও রেসকোর্স ময়দান

তুমি ইতিহাস স্রষ্ঠা
নাকি ইতিহাস দ্রষ্টা?
যে তুমি মুক্তির সংগ্রাম
৭ই মার্চের রৌদ্রদীপ্ত
সাড়ে তিনটেয়, মুজিবের স্বাধীনতার ডাক।
নয় মাসের রক্তাক্ত ইতিহাস।
সেই তুমি শীতের পড়ন্ত বিকেলে
জেগে উঠা স্বাধীনতার সূর্য,
পাকবাহিনীর বেল্টবিহীন
অস্ত্র সমর্পণ, নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল।

তুমি বদলে দাও ইতিহাস
জন্ম দাও এক একটি অধ্যায়
বিলোপ কর শোষণ আর বঞ্চনা
ছড়িয়ে দাও মুক্তির আলোকচ্ছটা।

## বুদ্ধিবৃত্তির দলন

সূক্ষ্ম মস্তিষ্ক শুদ্ধি অভিযান,
প্রলোভন অজস্র অর্থের,
বিভ্রান্তির প্রয়াস,
সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প,
বিকৃত ও পঙ্গু সংস্কৃতির অপচেষ্টা।

এবার নিশ্চিহ্ন বাঙালিসত্ত্বা
'৬৩ সোহরাওয়ার্দী '৬৯ এ তোফাজ্জল
হোসেনের রহস্যমৃত্যু,
'২৫ শে মার্চে বাঙালিনির্মূল অভিযান
ইকবাল হল, জগন্নাথ হল আর বিশিষ্ট শিক্ষক
বিবর্ণ ধ্বংসযজ্ঞের পসরা, নয় মাসের রক্তক্ষয়,
ফরমান আলীর দলনের নেতৃত্ব,
সাম্প্রদায়িকতাবাদি বংশবদ আলবদরের প্রতিষ্ঠা,
প্রণয়ন বুদ্ধিজীবীর তালিকা।
তারপর ১৪ই ডিসেম্বর,
সুপরিকল্পিত নিধনযজ্ঞ,
হাজারো অন্তর্ধান,
সারি সারি মস্তিষ্কের খুলি,
কুকুরে খাওয়া দেহ,
নিঃস্ব এর চাপা হাহাকার,
চূর্ণ-বিচূর্ণ মস্তিষ্ক এই বাংলার,
এভাবে বুদ্ধিবৃত্তির দলন ঘটে চলেছে বারবার।



## গোবরা ক্যাম্প

যুদ্ধের ধোঁয়া, তাজা রক্ত
সম্ভ্রম হানির ভয়, আজ আর মূখ্য নয়,
আমি ভুলতে শিখেছি আমি নারী,
তাইতো আমি শরণার্থী ক্যাম্পে,
কখনও অস্ত্র ধরি, ব্লিগ্রেড তৈরি করি,
কখনও গঠন করি সাংস্কৃতিক স্কোয়াড।
কখনও যোগ দিই গোবরা ক্যাম্পে,
কখনও আমি রোকেয়া, ফৌজিয়া, সাজেদা,
কখনও আমি সিতারা, ইরা, কৃষ্ণা, শিরিন,
কখনও আমি গীতা, বেলা, অনুপমা,
কখনও বিভা, লীনা, লায়লা, বীথিকা, রেখা,
কখনও আমি মতিয়া, মালেকা, তৈয়বা, শরীফা।
আমি আশ্রয় দিই মুক্তি ফৌজ,
উজ্জীবিত করি 'বিচ্ছু'
গেয়ে উঠি 'জয় বাংলা বাংলার জয়'
হয়ে যাই শিরিন বানু,
অস্ত্র হাতে করি যুদ্ধ।
কখনও হই নির্যাতিত,
ওয়াইল্ড চাইল্ডদের কান্নার ধ্বনি শুনি।
আজও আমি ভুলতে চাই আমি নারী,
আমিও বারবার মানচিত্র দিতে জানি।

## ইতিহাস

তুমি শেকড়, তুমি স্মৃতিকথা,
তুমি অতীত অতীত ঘটনা,
তুমি ধূলোপরা বইয়ের ঝুলি।

কখনও তুমি রূপকথা,
কখনও তুমি ট্র্যাজেডি,
কখনও তুমি কলংক,
কখনও তুমি ভাষা,
কখনও ভাঙো দেশ,
কখনও বা জুড়ো,
কখনও আন বৈষম্য,
কখনও আন বঙ্গবন্ধু,
কখনও তুমি সোনার বাংলা,
আমার জন্মভূমি।
তুমি নিজেই নিজের স্রষ্টা
হও না বিকৃত,
তুমি নিজে অসাম্প্রদায়িক
তাইতো তুমি চির অক্ষত।

.....